ড্রেস আপ ইওর পেট ডে

সাজগোজ করা কি শুধু মানুষের অধিকার? পোষ্য বলে কি সেজেগুজে থাকা যাবে না? আলবাত যাবে। তাই প্রতি বছর ১৪ জানুয়ারি নিজেদের পোষ্যকে হাল ফ্যাশনের পোশাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন অনেকে।

আকুতি শহরের মাস্ক পরুন

করোনার তৃতীয় ঢেউ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে আলিপুরদুয়ারে। জেলায় করোনা গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী। তবুও হুঁশ ফেরেনি অনেকের। জেলা শহরে করোনাবিধি উড়িয়ে দেওয়ার ছবি হামেশাই চোখে পড়ে। শহরবাসী মাস্ক নিয়ে ঘুরলেও সেটা থাকছে পকেটে কিংবা থুতনিতে। শহরের বাজারগুলো থেকে শুরু করে সরকারি অফিসে গিয়েও চোখে পড়ছে উদাসীনতার ছবি। অনেক সরকারি আধিকারিকও মাস্ক পরছেন না। এমনকি ছোট গাড়ি থেকে শুরু করে অটো, টোটোয় গাদাগাদির ভিড়ে আশঙ্কা থাকছে সংক্রমণ বাড়ার। তা নিয়ে কী ভাবছেন শহরবাসী? উত্তর খুঁজল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সাধারণ মানুষ শিখবে

মানুষ সচেতন না হলে কী করা যাবে। সবাইকেই ভিড় থেকে দূরে থাকা উচিত। আর মাস্ক তো সরকারি আধিকারিকরাই ব্যবহার করছেন না। পোস্ট অফিসে এসে দেখলাম অফিসের কর্মীরাই মাস্ক পরে নেই। ওঁদের দেখেই তো সাধারণ মানুষ শিখবে, এই দিকটা ওঁদের খেয়াল রাখা উচিত।

–শ্যামলচন্দ্র কর্মকার *বাসিন্দা*

মাস্ক ছাড়া ঘুরছেন

বাজারে গিয়ে নজরে পড়ে, অনেকেই মাস্ক ছাড়া ঘুরছেন। এক জায়গায় অনেক লোক বাজারে গিয়ে ভিড় করছেন। এসব তো একটু মেনে চলা দরকার। মাস্ক পরতে হবে, দূরত্ববিধি মানতে হবে, এইসব শুনে শুনে তো মুখস্থ হয়ে যাবার কথা। তবুও কেউ এগুলো না মানলে তাঁকে নির্বোধ তো বলা যাবে না, বলতে হবে নিজেই ইচ্ছে করে মাস্ক পরছেন না।

–ঊর্মি মৈত্র *যুবতী*

গাদাগাদি ভিড় নিয়ে চলছে অটো।

বাজারে মাস্ক নেই ক্রেতা–বিক্রেতা কারও মুখে।

চেষ্টা করা হচ্ছে

গোটা শহরে সারাদিন করোনাবিধি নিয়ে প্রচার চলছে। শহরের ৯০ শতাংশ মানুষ সেগুলো মেনে চলছেন। কিছু লোক আছেন এখনও মাস্ক পরছেন না। তাঁদের বোঝানো হয়, কখনও আবার জরিমানা করা হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই শহরের ১০০ শতাংশ মানুষ করোনাবিধি যাতে মেনে চলেন, পুরসভা থেকে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।

–রানা চক্রবর্তী *ভাইস চেয়ারম্যান, পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলী*

ভিড় এড়িয়ে চলা

করোনার বিরুদ্ধে লড়ার অন্যতম হাতিয়ার হল মাস্ক পরা এবং দূরত্ববিধি মানা। স্বাভাবিকভাবেই বাজারে হোক কিংবা কোনও গাড়িতে– সব জায়গায় ভিড় এড়িয়ে চলা। তাতেই সুরক্ষিত থাকা যাবে।

–সন্দীপন মণ্ডল *ফিজিশিয়ান*

ভিড়ে ঝুঁকি নিয়ে চলা

বাইরে বা বাড়িতে তো সাবধানে থাকা যায়। যে কোনও গাড়িতে উঠলেই তো ঠেলাঠেলি। অনেক লোক একসঙ্গে বসছে। অটো, টোটো কিংবা বাস– সব যানবাহনেই ভালোই ভিড় থাকে। সাধারণ মানুষকে তো এসবের মধ্য দিয়েই চলাফেরা করতে হয়। গাড়িগুলোয় গাদাগাদি ভিড়ে ঝুঁকি নিয়েই তাই চলতে হয়।

–সুজিত দত্ত *অটোর যাত্রী*

আমরাই মাস্ক দিচ্ছি

যতটা সুরক্ষিত থাকা যায় এবং যাত্রীদের সুরক্ষিত রাখা যায় সেটা আমরা নজরে রাখছি। চালকদের বলা হয়েছে কম লোক নিয়ে গাড়ি চালাতে। মাস্ক যেন অবশ্যই ব্যবহার করেন যাত্রী এবং চালকের সেটাও নজর রাখা হচ্ছে। মাস্ক ছাড়া গাড়িতে ওঠা নিষেধ আছে। মাস্ক না থাকলে আমরাই মাস্ক দিচ্ছি।

–বাপি ঘোষ *সম্পাদক, আলিপুরদুয়ার ম্যাক্সি ক্যাব ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন*

পোস্ট অফিসে কর্মীদের মুখে মাস্ক নেই

তথ্য ও ছবি : অভিজিৎ ঘোষ

প্রকাশের সমর্থনে মিছিল

সোনাপুর, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের সমর্থনে মিছিল করেন তৃণমূল কর্মীরা। মথুরা অঞ্চল তৃণমূলের তরফে মথুরা বাজার এলাকায় এবং পররপার অঞ্চল শাখার তরফে পররপারে মিছিল করা হয়। সম্প্রতি প্রকাশের নাম বালি মাফিয়াদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। এটা মিথ্যা অভিযোগ এবং চক্রান্ত করে তৃণমূল জেলা সভাপতিকে বদনাম করা হচ্ছে বলে তৃণমূল কর্মীদের বক্তব্য।

ভোটের প্রস্তুতিতে ভার্চুয়াল সভা

ফালাকাটা, ১৩ জানুয়ারি : আসন্ন পুরসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে একটি ভার্চুয়াল সভা হয় ফালাকাটায়। এদিন তৃণমূল যুবর ফালাকাটা ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডের আহ্বায়ক, পর্যবেক্ষকদের নিয়ে এই সভাটি করেন। ব্লক সভাপতি বলেন, 'করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এদিন ভার্চুয়াল সভার মাধ্যমে পুরভোটের প্রস্তুতি নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে।'

ট্রলি আটক

সোনাপুর, ১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার–১ ব্লকের পাঁচকোলগুড়ি এলাকায় একটি বালিবোঝাই ট্রলি আটক করেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অধিকারিকরা। অবৈধভাবে বালি নিয়ে যাওয়ার জন্যই ওই ট্রলি আটক করে বাবুরহাটে ভূমি ও ভূমি সংস্কার ব্লক অধিকারিকের দপ্তরে আনা হয়। ব্লক আধিকারিক জানিয়েছেন, কোনও কাগজপত্র ছিল না। অবৈধভাবেই বালি পাচার করা হচ্ছিল।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে দখল সরাতে বলল প্রশাসন

প্যারেড গ্রাউন্ডে মহকুমা শাসকের অভিযান

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : বেআইনি দখলদারদের হটিয়ে দিতে বৃহস্পতিবার প্যারেড গ্রাউন্ডে অভিযানে গেলেন মহকুমা শাসক বিপ্লব সরকার। তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সদ্য গজিয়ে ওঠা কয়েকটি বাড়ি ও দোকানপাট সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে সদ্য প্যারেড গ্রাউন্ডে বেআইনি দখলদারি নিয়ে খবর প্রকাশিত হতেই নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন। শুধু বেআইনি নির্মাণ হটিয়ে দেওয়ার তৎপরতাই নয়, একইসঙ্গে মাঠে সন্ধ্যার পর গাঁজা, ব্রাউন সুগার, কাফ সিরাপের নেশার আসর রুখে দিতে এলাকায় পুলিশের টহলদারি বাড়ানো হয়েছে। আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা বলেন, 'বেআইনি নির্মাণ কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। প্যারেড গ্রাউন্ডে জবরদখল হটাতে প্রশাসন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করছে।'

প্যারেড গ্রাউন্ডের ভেতরে বেশ কিছুদিন ধরে টিনের চালার ঘর করে একটি পরিবার বসবাস শুরু করেছিল। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে জেলা শাসকের বাসভবন। মাঠের ভেতরে এভাবে বেআইনি জবরদখল হতে থাকায় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিবাদে সরব হয়। একইসঙ্গে প্যারেড গ্রাউন্ডের বাউন্ডারির গা ঘেঁষে ক'দিন হল আরও একটি পরিবার বাড়িঘর তৈরি করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের সামনে প্যারেড গ্রাউন্ডের ভিতরে বসেছে দোকানপাট। এছাড়াও মাঠের একদিকে বেআইনি দখলদাররা টিনের চালা থেকে ধাপে ধাপে পাকা দোকানপাটও গড়ে তুলেছেন। জবরদখলের ফলে সকাল–বিকেলে মাঠের চারদিকে ভ্রমণকারীরা নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারেন না বলে অভিযোগ। সন্ধ্যার পর মাঠে নানারকম নেশার আসরের পাশাপাশি অসামাজিক কাজকর্ম সংগঠিত হচ্ছিল।

প্যারেড গ্রাউন্ডে অবস্থা দেখছেন মহকুমাশাসক। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কড়া পদক্ষেপ

- খবরের জেরে নড়েচড়ে বসে জেলা প্রশাসন
- জবরদখল হটাতে প্রশাসন জরুরিভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছে
- সন্ধ্যার পর মাঠে নানারকম নেশার আসরের পাশাপাশি অসামাজিক কাজকর্ম হচ্ছিল

সবমিলে প্যারেড গ্রাউন্ডের পরিবেশের দূষণে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন শহরের বিভিন্ন গণসংগঠনের প্রতিনিধিরা।

বৃহস্পতিবার দুপুরে প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে মহকুমা শাসক নিজে দখলদারদের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্মাণ ভেঙে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ জারি করেন। যদিও বিকেলের পর একটি পরিবার সেখানে তৈরি ঘরবাড়ি খুলে নেওয়া শুরু করেছে। আরেকটির নির্মাণকাজ চলতে থাকলেও সেটির কাজ প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে আপাতত থমকে গিয়েছে। সদ্য গজিয়ে ওঠা দোকানটি এখনও সরানো হয়নি। তবে মাঠের ভিতরে বেআইনি কার্যকলাপ রুখে দিতে শুধু পুলিশের টহলদারি নয়, এদিন রাতে মাঠে আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্যকে নিয়ে তল্লাশি অভিযান চালিয়েছেন মহকুমা শাসক। সন্দেহজনক কাউকে সেখানে মনে হলে মাঠ থেকে হটিয়ে দিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট সিটিজেন অ্যান্ড ফরেস্ট ভিলেজার ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের সভাপতি নবেন্দু কর বলেন, 'প্রশাসনের এদিনের পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই। তবে মাঠের চারদিকে আগে যেভাবে মুক্তাঞ্চল ছিল, বেআইনি সকল দখলদারকে সরিয়ে দিয়ে সেভাবে আলিপুরদুয়ারের ফুসফুসকে পুরোপুরি জঞ্জালমুক্ত করতে প্রশাসন পদক্ষেপ করুক। মাঠের চারদিকে বনসৃজন করে প্যারেড গ্রাউন্ডে স্বাস্থ্যকর সুন্দর একটা পরিবেশ গড়ে তোলা হোক।'

এখন নিউটাউন বাজার দু'বেলা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : গতবছর ২৭ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ারের নিউটাউন বাজার উদ্বোধনের পর থেকে একবেলা করে খোলা ছিল। বিধিনিষেধে কড়া হতেই বাজারঘাটে ক্রেতার সংখ্যা কমেছে। ফলে সবজি, মাছ মজুত হয়ে পড়ছে, নষ্ট হচ্ছে। তাই বৃহস্পতিবার থেকে দুই বেলা বাজার খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিল নিউটাউন বাজার ব্যবসায়ী সমিতি। বিকেলের দিকে ব্যবসায়ীর সংখ্যা কম থাকবে বলেই আশা করছেন ব্যবসায়ী সমিতি সম্পাদক সমীর সাহা।

নিউটাউন বাজারে অন্তত ১৭০ জন ব্যবসায়ী রয়েছেন। তারমধ্যে সবজি ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৭০ জনের বেশি, মাছ ব্যবসায়ী ৫০ জনের মতো, মুদির দোকানের সংখ্যা অন্তত ১০টি। এছাড়া অন্যান্য বেশ কিছু দোকান। তবে দিনের বেলা সব দোকান খোলা থাকলেও বিকেলের দিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক দোকান বসবে বলে জানা গিয়েছে।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, এতদিন শুধু দিনের বেলা দোকান বসত। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে ব্যবসায় প্রভাব পড়ছে। এছাড়া সম্প্রতি মঙ্গলবার ও রবিবার বন্ধ রাখার ঘোষণায় বন্ধের আগের দিনের বিকেলের বাজার ধরতে চাইছেন তাঁরা। দুই বেলা বাজার খোলা রাখার সিদ্ধান্ত মাইকিং করে ঘোষিত হয়েছে।

এদিকে, নিউটাউন বাজার সংলগ্ন কলেজ হল্ট এলাকায় বৌবাজার বিকেলের বাজার হিসেবে পরিচিত। সেক্ষেত্রে বৌবাজারে কেনাবেচার ওপর প্রভাব পড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে নিউটাউন বাজার বিকালে খোলা থাকলেও তার প্রভাব পড়বে না বলেই দাবি বৌবাজার ব্যবসায়ী সমিতির।

বৌবাজার কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক সন্দীপ সাহা বলেন, 'বৌবাজার প্রধান সড়কের ওপর থাকায় ক্রেতাদের বিশেষ সুবিধা হয়। তাই তেমন প্রভাব পড়বে না।' অজিত দাস নামে বৌবাজারের এক সবজি ব্যবসায়ীরও একই বক্তব্য।

ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ

- বিধিনিষেধে কড়া হতেই বাজারঘাটে ক্রেতার সংখ্যা কমেছে
- সবজি, মাছ মজুত হওয়ায় নষ্ট হচ্ছে
- দুই বেলা বাজার খোলা রাখার সিদ্ধান্ত
- দিনে সব দোকান খোলা থাকলেও বিকেলে নির্দিষ্ট সংখ্যক দোকান বসবে

যেন লকডাউনের স্মৃতি ফিরল বীরপাড়া ও ফালাকাটায়

বন্ধ বাজার, হাঁড়িতে টান

বীরপাড়া, ১৩ জানয়ারি : যানবাহন চলল। সংখ্যায় কম হলেও লোকজনও ঘোরাঘুরি করলেন এলাকায়। তবে বৃহস্পতিবার ব্যবসা বন্ধ রইল বীরপাড়ায় আর এতেই ফুটপাথ ব্যবসায়ী, ফল বিক্রেতাদের কাছে ফিরল লকডাউনের স্মৃতি। করোনা সংক্রমণ আটকাতে ভিড় ঠেকানো যে দরকার, তা অবশ্য একবাক্যে মানছেন তাঁরাও। কিন্তু এতে তাঁদের রুজির সংস্থানের ওপর বিরাট খাঁড়া নেমে আসার আশঙ্কা করছেন স্বল্প পুঁজির ওই ব্যবসায়ীরা।

বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ফল বিক্রি করেন মহম্মদ শফি। ছোট টিনের গুমটি ঘরে ফল সাজানো থাকে শফির। রয়েছে আরও দুজন ফল বিক্রেতার দোকান। বীরপাড়া লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে পসরা সাজিয়ে বসেন আরও কয়েকজন ফল বিক্রেতা। শফি বলেন, '১৯৮৪ সাল থেকে ব্যবসা করছি। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে করোনার জেরে বারবার দোকান বন্ধ রাখতে হচ্ছে। লকডাউনের সময়ের স্মৃতিগুলি সবচেয়ে ভয়াবহ। লকডাউন তো দূরের কথা, ব্যবসা বন্ধ রাখতে হলেই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের হাঁড়িতে টান পড়ে।' বীরপাড়ায় স্থায়ী দোকানপাটগুলির মধ্যে কয়েকটি প্রতি বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক ছুটির দিন হিসেবে বন্ধ রাখেন ব্যবসায়ীরা। তবে ফলের দোকান থেকে শুরু করে ছোট ছোট দোকানপাট খোলাই থাকে। কিন্তু করোনা পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ী সমিতি ও প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্তে ফল বিক্রেতাদেরও দোকান বন্ধ রাখতে হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় শফি জানান, বেশ কিছু ফল পচে গিয়েছে।

প্রশাসন সূত্রের খবর, ব্যবসায়ী সমিতিগুলির সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বীরপাড়া, এথেলবাড়ি এবং রাঙ্গালিবাজনায় সোমবার ও বৃহস্পতিবার, শিশুবাড়িতে সোমবার ও শুক্রবার, মাদারিহাটে সোমবার ও বুধবার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ থাকবে। তবে, এতে মূলত চাপে পড়েছেন স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরাই। এদিকে, বীরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক কার্তিক সরকার বলেন, 'করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এতে মানুষের আর্থিক সমস্যা হয় এটা ঠিকই।

বন্ধ ফল বিক্রেতাদের গুমটি ঘর।

> করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। এতে মানুষের আর্থিক সমস্যা হয় এটা ঠিকই।
>
> – **কার্তিক সরকার**, *সম্পাদক বীরপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি*

শুনসান শহর

ফালাকাটা, ১৩ জানুয়ারি : সাপ্তাহিক বাজার বন্ধে যেন ফিরে এসেছে লকডাউনের অভিজ্ঞতা ও ছবি। দেশজুড়েই বাড়ছে করোনা সংক্রমণ। ফালাকাটায় লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রামিতের সংখ্যা। শুরুতেই করোনার তৃতীয় ঢেউ যেভাবে আছড়ে পড়ছে তাতে উদ্বেগে ফালাকাটার বিভিন্ন মহল। ব্লকজুড়ে সপ্তাহে রবিবার ও বৃহস্পতিবার সমস্ত দোকান ও বাজার বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। বৃহস্পতিবার ছিল ফালাকাটায় সাপ্তাহিক বন্ধের প্রথম দিন।

সকাল থেকেই দোকান, বাজার বন্ধ থাকায় রাস্তাঘাটের চেনা ছবিটা বদলে গিয়েছে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া অধিকাংশ মানুষ ছিলেন ঘরবন্দি। টোটো সহ অন্যান্য যানবাহন আংশিক চলাচল করলেও তাতে খুব একটা যাত্রী চোখে পড়েনি। তবে শহরজুড়ে হোটেল সহ বিভিন্ন খাবারের দোকানগুলিও বন্ধ থাকায় বহু মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়।

এদিকে, সাপ্তাহিক বন্ধের দিনেও চোখে পড়ল অসচেতনার ছবিও। কয়েকজনকে দেখা গেল মাস্ক ছাড়া ঘুরে বেড়াতে। আবার পুলিশের ধমক খেয়ে দ্রুত পকেট থেকে মাস্ক বের করে পরে ফেলেন অনেকেই। পুলিশের পাশাপাশি ব্যবসায়ী সমিতির ভলান্টিয়াররাও নজরদারি চালান বাজারগুলিতে। এদিন দুপুরে ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে ও ফালাকাটা ব্যাবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় ফগিং মেশিন দিয়ে ফালাকাটা বাজার স্যানিটাইজ করা হয়।

নেতাজি রোডের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'রবিবার দোকান বন্ধ রাখি। বৃহস্পতিবারেও ব্যবসা খারাপ হয় না। তবে প্রশাসনের নির্দেশ তো মানতেই হবে। তাই দোকান বন্ধ রেখেছি। লকডাউনের অভিজ্ঞতা ফিরে এসেছে।'

বন্ধ বাজারে চলছে স্যানিটাইজেশন।

ফালাকাটা

খাবার নিয়ে বিধায়কের বাড়িতে চেয়ারম্যান

সৌজন্যের রাজনীতির সাক্ষী আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার, ১৩ জানুয়ারি : দুজনের রাজনৈতিক অবস্থান দুই মেরুতে। কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার দেখল সৌজন্যের রাজনীতি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দুজনকে কাছাকাছি করে দিল করোনা ভাইরাস। একজন হলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তিনি আলিপুরদুয়ারের বিজেপির বিধায়ক। বিধায়কের স্ত্রী এবং মেয়ে দুজনেই করোনা পজিটিভ। অপরজন হলেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের শহরের জনপ্রিয় নেতা। দুজনের মধ্যে রাজনীতির ঊর্ধ্বে বন্ধুত্বও দীর্ঘদিনের, তবে রাজনৈতিক আক্রমণে একে অপরকে এক ইঞ্চি জায়গাও ছাড়ার পাত্র কেউ নন। বিধায়কের স্ত্রী–মেয়ের করোনা সংক্রমণের খবর পেয়ে তাঁর বাড়িতে ফল ও পুষ্টিকর খাবারের ঝুড়ি নিয়ে বৃহস্পতিবার হাজির হন প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান।

পুরসভার ভোট কড়া নাড়ছে। ঠিক তার মুখেই চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান সহ পুরসভার কর্মীরা এদিন বিধায়কের বাড়িতে যান। শারীরিক অবস্থার খবর নেওয়ার পাশাপাশি কোনও সমস্যা হলে পুরসভা সবসময় পাশে রয়েছে বলেও চেয়ারম্যান বিধায়ককে আশ্বস্ত করেন।

পুরভোটের আগে শাসকদল নাগরিকদের পরিষেবা দিতে তৎপর রয়েছে, এহেন পরিস্থিতিতে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে খোদ বিধায়কের বাড়িতে যাওয়ায় শাসকদল সৌজন্যের রাজনীতিতে এগিয়ে থাকল।

যদিও বিধায়ক বলেন, 'এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ খোঁজাটা ঠিক নয়। চেয়ারম্যান আমার ছোটবেলার বন্ধু। পুরসভার প্রশাসক হয়ে তিনি তাঁর কর্তব্য করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক। পুরসভার পক্ষ থেকে খোঁজখবর নিতে আসায় ভালো লাগল।' প্রসেনজিৎবাবু বলেন, 'আমরা এক পাড়ায় ছোট থেকে বড় হয়েছি। রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকলেও বিধায়কের স্ত্রী ও মেয়ের অসুস্থতার খবর জানার পরই ফোন করেছি। পরে বাড়িতে এসে দেখা করলাম। যে কোনও সমস্যা হলে বিধায়কের পরিবারের পাশে সবসময় পুরসভা সহযোগিতা করবে।'

খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন চেয়ারম্যান।